Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামোফোবিয়াঃ কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উমামা সানজিদা প্রমি

রোলঃ 23090121235

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামোফোবিয়াঃ কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উমামা সানজিদা প্রমি

রোলঃ 23090121235

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামোফোবিয়াঃ কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উমামা সানজিদা প্রমি, আইডিঃ 23090121235 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামোফোবিয়াঃ কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উমামা সানজিদা প্রমি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

উমামা সানজিদা প্রমি

আইডিঃ 23090121235

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিকা ও গবেষণার পটভূমি..6

অধ্যায় ২: ইসলামোফোবিয়ার সংজ্ঞা, পরিধি ও ঐতিহাসিক পটভূমি.................................9

অধ্যায় ৩: ইসলামোফোবিয়ার বহুমাত্রিক কারণসমূহ..13

অধ্যায় ৪: ইসলামোফোবিয়ার বৈশ্বিক প্রভাব ও পরিস্থিতি..18

অধ্যায় ৫: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামোফোবিয়া..23

অধ্যায় ৬: কুরআনুল কারিমের আলোকে ইসলামোফোবিয়ার জবাব ও প্রতিকার 27

অধ্যায় ৭: উপসংহার ও সুপারিশ...32

সারসংক্ষেপ (Abstract)

ইসলামোফোবিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুতর সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সংকট। বিশ্বের প্রায় ১৯০ কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী আজ এই সংকটের প্রত্যক্ষ শিকার। রিকব মুহাম্মদ ও হাবিবুর রহমান রাকিব তাঁদের 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া' (২০২২) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ইসলামোফোবিয়া কেবল কোনো ব্যক্তির অযৌক্তিক ভয় নয়, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প এবং বহু মিলিয়ন ডলারের শিল্প।

ব্রিটিশ গবেষক অরুণ কুন্দনানি (নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতি ও মিডিয়া বিভাগের অধ্যাপক) তাঁর 'ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে নাইন-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার, 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'-এর রাজনৈতিক তৎপরতা এবং মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে ১৬০ জন ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই থিসিসে ইসলামোফোবিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি, কারণসমূহ, বৈশ্বিক প্রভাব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি, কুরআনুল কারিমের আলোকে ইসলামোফোবিয়ার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলামোফোবিয়া সত্যের ভিত্তিহীন একটি রাজনৈতিক অস্ত্র, যা সম্পদ লুণ্ঠন ও আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিকা ও গবেষণার পটভূমি

প্রারম্ভিকাঃ

بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعده

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিধান প্রণয়ন করেছেন আর তিনিই সর্বোত্তম বিধানদাতা। তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এবং সম্মানিত করেছেন ইসলামের নূর দ্বারা। অতঃপর মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষদের মনোনীত করেছেন নবী ও রাসূল হিসেবে এবং নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বোচ্চ হিসেবে সম্মানিত রেখেছেন তার প্রিয় হাবীব সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এবং আমাদের দান করেছেন শ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হওয়ার গৌরব। ফা-লিল্লাহিল-হামদা।

গবেষণার প্রেক্ষাপট

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংকটগুলোর একটি হলো ইসলামোফোবিয়া। এটি এমন একটি সামাজিক ব্যাধি যা কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রতিদিন প্রভাবিত করছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.১% অর্থাৎ প্রায় ১৯০ কোটি মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী (Pew Research Center, 2023)। এই বিশাল জনগোষ্ঠী আজ রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ, সামাজিক বর্জন, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার হচ্ছেন — শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে। রিকব মুহাম্মদ ও হাবিবুর রহমান রাকিব তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া'-র মুখবন্ধে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন: 'ইসলাম একটি আদর্শিক জীবনব্যবস্থা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা অতুলনীয়। ইসলাম তার আবেদন নিয়ে পৃথিবীর সমগ্র মানচিত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে এক অনুপম প্রাণশক্তি। ইসলামের মহান আদর্শই ইসলামবিদ্বেষীদের প্রতিহিংসার কারণ। বিশ্বব্যাপী তাদের অনুদার ও সংকীর্ণ প্রচারণায় ইসলামকে প্রতিনিয়ত দানবীয় রূপে হাজির করা হচ্ছে। প্রোপাগান্ডার মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামোফোবিয়া তত্ত্ব।' (পৃষ্ঠা ৫)

ব্রিটিশ গবেষক অরুণ কুন্দনানি, যিনি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতি ও মিডিয়া বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে 'সন্ত্রাসবিরোধী'

রাজনৈতিক তৎপরতার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিন বছর ধরে একাগ্রভাবে গবেষণা করেছেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন তত্ত্ব-গবেষণার পাশাপাশি ১৬০ জন ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ ১৬০ জনের মাঝে যেরূপ রয়েছে আমেরিকা-ইংল্যান্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যারা সন্ত্রাসবিরোধী কাজে সক্রিয় যোদ্ধা, তদ্রূপ রয়েছে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত মুসলমান ব্যক্তিবর্গ।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর পৃথিবীতে এমন কোনো মুসলিম নেই যার জীবনে এই ঘটনার প্রভাব পড়েনি। মার্কিন FBI রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই বছরই মুসলিমবিরোধী Hate Crime ২৮ থেকে বেড়ে ৪৮১-এ পৌঁছায় — এক বছরেই ১৬০০% বৃদ্ধি! ভারতে মুসলিমবিরোধী 'গণপিটুনি', মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা, চীনে উইঘুর মুসলিমদের 'পুনশিক্ষা শিবির', ইসরায়েলে ফিলিস্তিনিদের উপর আগ্রাসন — এ সবই ইসলামোফোবিয়ার বিভিন্ন রূপ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও ইসলামোফোবিয়া অপ্রাসঙ্গিক নয়। রাকিব ও রিকব স্পষ্টভাবে লিখেছেন: 'ইসলামোফোবিক এই মহামারীতত্ত্ব ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম থেকে প্রাচ্যে; এমনকি বাংলাদেশেও এ তত্ত্বের আমদানি করা হচ্ছে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে। (পৃষ্ঠা ৫-৬)

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার নিম্নলিখিত মূল উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে:

1. ইসলামোফোবিয়ার সংজ্ঞা, ইতিহাস ও বিবর্তন বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা
2. ইসলামোফোবিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মিডিয়া-কেন্দ্রিক ও সাংস্কৃতিক কারণ চিহ্নিত করা
3. বৈশ্বিক পরিসরে ইসলামোফোবিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ ও তার প্রভাব মূল্যায়ন করা
4. বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামোফোবিয়ার বিশেষ মাত্রা বিশ্লেষণ করা
5. কুরআনুল কারিমের আলোকে ইসলামোফোবিয়ার মূল অভিযোগগুলোর খণ্ডন উপস্থাপন করা
6. ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ সুপারিশ করা

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণগত (qualitative) পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে:

◆ রিকব মুহাম্মদ ও হাবিবুর রহমান রাকিব রচিত 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া' (২০২২)

◆ অরুণ কুন্দনানি রচিত ও বাংলায় অনূদিত 'ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' (২০২২)

◆ জাতিসংঘের বিশেষ দূতের রিপোর্ট ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

◆ Pew Research Center, Gallup Poll, FBI Hate Crime Statistics, CAIR, Tell MAMA-র তথ্য

◆ একাডেমিক জার্নাল এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণ

◆ কুরআনুল কারিমের আরবি মূলপাঠ ও তফসির

গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়: প্রত্যক্ষ ফিল্ড সার্ভে সম্ভব হয়নি এবং কিছু সাম্প্রতিক তথ্য দ্রুত পরিবর্তনশীল। তবে উপলব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ও বিশ্লেষণমূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

ইসলামোফোবিয়া বিষয়ক গবেষণায় পশ্চিমা একাডেমিক অঙ্গনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। John L. Esposito তাঁর 'The Future of Islam' (2011) এবং 'Who Speaks for Islam?' (2007, Dalia Mogahed-এর সাথে) গ্রন্থে মুসলিমদের সম্পর্কে পশ্চিমা ভুল ধারণাগুলো খণ্ডন করেছেন। Edward Said-এর 'Orientalism' (1978) ও 'Covering Islam' (1997) মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে পশ্চিমা উপস্থাপনার কাঠামোগত সমালোচনা করেছে। Runnymede Trust-এর 1997 সালের রিপোর্ট প্রথমবারের মতো ইসলামোফোবিয়াকে একাডেমিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। রাকিব ও রিকবের 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া' এবং কুন্দনানির অনূদিত গ্রন্থ এই শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই থিসিস এই দুটি গ্রন্থের মূল তত্ত্বকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে।

অধ্যায় ২: ইসলামোফোবিয়ার সংজ্ঞা, পরিধি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

ইসলামোফোবিয়ার সংজ্ঞা ও পরিধি

শাব্দিক অর্থ ও পরিভাষা

'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটি দুটি অংশ থেকে গঠিত — আরবি শব্দ 'ইসলাম' এবং গ্রিক শব্দ 'ফোবিয়া' (Phobia) অর্থাৎ অযৌক্তিক ও তীব্র ভয়। সংক্ষেপে, ইসলাম বা মুসলমানদের প্রতি অযৌক্তিক ভয়, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক আচরণকে ইসলামোফোবিয়া বলা হয়।

রাকিব ও রিকব এই বিষয়ে OIC-এর সংজ্ঞাটি তুলে ধরেছেন: 'ইসলামোফোবিয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য — ইসলাম, মুসলমান, ইসলামি সভ্যতা, রাজনীতিতে ঘৃণা ও ভীতির প্রকাশ এবং বিবিধ কর্মকাণ্ড। ইসলামোফোবিয়া এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যার অনুগামী হিসেবে পৃথিবীর সমস্ত অথবা অধিকাংশ মুসলমান পাগল প্রতিপন্ন হয়। যারা অমুসলিমদের ব্যাপারে গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। ইসলামিক সহযোগী সংগঠন (OIC) ইসলামোফোবিয়াকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে — ইসলামের বিপরীতে অযৌক্তিক, আঘাতস্বর্বর এবং কঠিন অপ্রীতিকর প্রকাশের নাম ইসলামোফোবিয়া।' (বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া, পৃ. ৮)

ইসলামোফোবিয়ার প্রকাশ বহুমাত্রিক। রাকিব ও রিকব এর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট রূপ চিহ্নিত করেছেন: 'মুসলিমদের দুর্ভাষরূপে উপস্থাপন এবং মানসিক ও মেনোজাগতিক দিক থেকে তাদের পেরেশান করা। কঠোরতার নিশানা বানানো। মসজিদ ও ইসলামি ঐতিহ্যগুলোর ওপর হামলা করা। মুসলিমদের পোশাকের ওপর সার্কাজমের ট্যাগ লাগানো। তাদের সোনালি সভ্যতাসমূহ, বৈধ কর্মকাণ্ড এবং হকসমূহ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।' (পৃ. ৭-৮)

রানিমেড ট্রাস্টের সংজ্ঞা

রানিমেড ট্রাস্ট (Runnymede Trust) ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত 'Islamophobia: A Challenge For Us All' শিরোনামে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিভাষাটি একাডেমিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা ইসলামোফোবিক দৃষ্টিভঙ্গির ৮টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে:

১. ইসলামকে একক, অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসেবে দেখা

২. ইসলামকে পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে বেমানান মনে করা

৩. ইসলামকে নিকৃষ্ট মনে করা
৪. ইসলামকে সহিংস ও আক্রমণাত্মক ধর্ম হিসেবে দেখা
৫. ইসলামকে রাজনৈতিক ও সামরিক হুমকি মনে করা
৬. মুসলিমদের সমালোচনাকে বৈধ মনে করা কিন্তু ইসলামের সমালোচনাকে বৈধ না মনে করা
৭. মুসলিমদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণকে ন্যায্য মনে করা
৮. ইসলামভীতিকে স্বাভাবিক মনে করা

'ইসলামোফোবিয়া' শব্দের উদ্ভব

রাকিব ও রিকব উল্লেখ করেছেন যে ফরাসি উপনিবেশিক শাসক Alain Quellien-কে মনে করা হয় সর্বপ্রথম একটি লিখিত দলিলে 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আরেকজন উপনিবেশিক প্রশাসক Maurice Delafosse, যার উপনিবেশিক প্রশাসনের ভেতর মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল (The Muslim Policy in West Africa, 1910)। এই পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে ইসলামোফোবিয়া নতুন কোনো ঘটনা নয় — এটি ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের একটি রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার।

ইসলামোফোবিয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তন

ইসলামের উত্থান ও পশ্চিমা ভয়ের সূচনা

কুন্দনানির গবেষণা অনুসরণ করে রাকিব ও রিকব দেখিয়েছেন যে ইসলামোফোবিয়ার শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের দ্রুত বিস্তারের যুগে। ১৩ হিজরি ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমকদের পরাজয়ের পর থেকে রোমানদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ভয় ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। সে বিদ্বেষের আগুন আরও প্রজ্বলিত হয় যখন মুসলমানরা স্বয়ং পশ্চিমের ভূমিতে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেন।

৯১ হিজরি/৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন বিজয়, ১১৪ হিজরি/৭৩২ খ্রিস্টাব্দে তুরের যুদ্ধ, ২১২ হিজরি/৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সিসিলি-পালের্মো বিজয়, ৮৫৭ হিজরি/১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানিদের হাতে কনস্টান্টিনোপল বিজয় — এই প্রতিটি মুসলিম সাফল্য পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের প্রতি ভয় ও বিদ্বেষকে আরও গভীর করেছে। মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান ও দ্রুত সম্প্রসারণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই বিপদ হিসেবে দেখে পশ্চিমা বিশ্ব।

রাকিব ও রিকব আরও উল্লেখ করেছেন: 'ইসলাম ও খ্রিষ্টানধর্মের মাঝে ধর্মতাত্ত্বিক মিল (আসমানি ধর্ম) থাকার কারণে উভয়ের সম্পর্কে মেরুকরণ তৈরি হয়। মুসলিমদের মতো খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরাও বিশ্বাস করে থাকে যে, তাদের ধর্ম শেষ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম।' (পৃ. ১২)

ক্রুসেড যুগ (১০৯৫-১২৯১): সংঘাতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

১০৯৫ সালে পোপ আরবান দ্বিতীয় ক্রুসেডের আহ্বান জানান এবং মুসলমানদের 'অবিশ্বাসী' ও 'সভ্যতার শত্রু' হিসেবে চিত্রিত করেন। এই যুদ্ধগুলো প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলে এবং ইউরোপীয় চেতনায় মুসলমানদের 'শত্রু' হিসেবে দেখার মানসিকতা গভীরভাবে প্রোথিত করে দেয়। ক্রুসেডের সময়কার সাহিত্য, চিত্রকলা ও ধর্মীয় বক্তৃতায় ইসলামের যে নেতিবাচক চিত্র তৈরি হয়েছিল তা আজও পশ্চিমা সামাজিক স্মৃতিতে বিদ্যমান।

ইতালীয়-মার্কিন বুদ্ধিজীবী জন এসপোসিতো (জন্ম ১৯৪০) দেখান যে এই ঐতিহাসিক মেরুকরণের ফলে 'ভয় ও অজ্ঞতা তাদের মাঝে এমন পৌরাণিক ভাবনা তৈরি করে, যা নিতান্তই অমূলক ও নিরর্থক; মুসলমানরা মূর্তিপূজা করে, মিথ্যা ট্রিনিটির উপাসনা করে। মুহাম্মাদ একজন জাদুকর; তিনি রোমের চার্চের অন্যতম প্রধান। পোপ হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হলে বিদ্রোহ করেন এবং আরবে পালিয়ে যান। সেখানে নিজের জন্য একটি ব্যক্তিগত চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফসল হলো ইসলাম।নাউজুবিল্লাহ ।(বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া, পৃ. ১২)

ঔপনিবেশিক যুগ: জ্ঞানকাঠামোয় ইসলামবিদ্বেষ

এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিখ্যাত 'Orientalism' (১৯৭৮) গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা প্রাচ্যকে এবং বিশেষত ইসলামকে নিকৃষ্ট, অযুক্তিক এবং পশ্চাৎপদ হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ও পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো 'সভ্য করার' অজুহাতে দখল করে। ঔপনিবেশিক সাহিত্য, সংবাদপত্র ও শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম সমাজকে 'fanatic', 'uncivilized' এবং 'backward' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

এই মানসিকতা পশ্চিমা সামাজিক চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যায় এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগেও তার উত্তরাধিকার বহন করা হচ্ছে। কুন্দনানি দেখিয়েছেন, আজকের ইসলামোফোবিয়া আসলে এই ঔপনিবেশিক মানসিকতারই আধুনিক রূপ।

ইরান বিপ্লব থেকে উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৭৯-১৯৯১)

১৯৭৯ সালের ইরানি ইসলামি বিপ্লব পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামভীতি নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে। আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আমেরিকান দূতাবাস জিম্মি সংকট পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলামকে 'কট্টরপন্থী' ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করার অভূতপূর্ব সুযোগ করে দেয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে সালমান রুশদির 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' বিতর্ক এবং ১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ ইসলামোফোবিয়াকে আরও শক্তিশালী করে।

৯/১১ পরবর্তী যুগ: ইসলামোফোবিয়ার শিল্পে পরিণতি

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা ইসলামোফোবিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মোড় পরিবর্তন করে। কুন্দনানি লিখেছেন: 'নাইন-ইলেভেন পরবর্তী বিশ্বে মুসলমানরা পশ্চিমা দেশসমূহে কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, কীভাবে জীবন অতিবাহিত করেছে — এ বই তার জ্বলন্ত সাক্ষী।' (ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃ. ৯)

জর্জ বুশের 'War on Terror' ঘোষণার পর ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে একসূত্রে গেঁথে ফেলার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়। 'USA PATRIOT Act'-এর মাধ্যমে মুসলিমদের উপর ব্যাপক নজরদারি শুরু হয়। রাকিব ও রিকব উল্লেখ করেছেন: '৯/১১ পরবর্তীতে সৃষ্ট ইসলামোফোবিয়ায় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫০ শতাংশ। শুধু হিজাব পরার কারণে উন্নতবিশ্বে ৬৯ শতাংশ মুসলিম নারী বৈষম্যের শিকার হয়। মুসলিম হওয়ার কারণে বেকারত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ২৯ শতাংশ!' (পৃ. ১৫০)

Center for American Progress-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামোফোবিক ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা ও দাতাদের সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল-জাজিরার অনুসন্ধানী দল দেখিয়েছে, মার্কিন ইসলামোফোবিক ইন্ডাস্ট্রির পেছনে রয়েছে প্রায় ৭৪টি সংস্থা এবং তাদের পোষ্য গণমাধ্যম। রাকিব ও রিকব মন্তব্য করেছেন: 'ইসলামোফোবিয়া হচ্ছে মাল্টি মিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি।' (পৃ. ১৫০)

অধ্যায় ৩: ইসলামোফোবিয়ার বহুমাত্রিক কারণসমূহ

মিডিয়ার ভূমিকা ও একপাক্ষিক উপস্থাপনা

পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়ার কাঠামোগত পক্ষপাত

পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়া ইসলামোফোবিয়ার বিস্তারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। Media Tenor International (2012)-এর বিস্তৃত গবেষণায় দেখা গেছে, পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত সংবাদের ৯০% নেতিবাচক। ২০০৮ সালে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পাঁচটি সংবাদপত্র — New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, New York Post এবং USA Today — ইসলাম সংক্রান্ত খবরের ৭৫% ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদ, সহিংসতা বা কট্টরপন্থার প্রসঙ্গে উল্লেখ করে।

হলিউড চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনেও মুসলিম চরিত্রগুলো প্রায়শই সন্ত্রাসী, কট্টরপন্থী বা অনগ্রসর হিসেবে চিত্রিত হয়। Jack Shaheen তাঁর 'Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People' (2001) গ্রন্থে ৯০০টিরও বেশি হলিউড ছবিতে আরব ও মুসলিম চরিত্রের নেতিবাচক উপস্থাপনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।

কুন্দনানি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, পশ্চিমা মিডিয়া 'রেডিকেলাইজেশন' ধারণাটিকে সর্বদা মুসলিম পরিচয়ের সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করে। এই ধারণাটির ব্যাখ্যায় ধর্মীয়-সামাজিক মনস্তত্ত্বের একটি সমিলিত ব্যাখ্যার আরেকজন দৃঢ় সমর্থক হলেন কুইন্টন ভিক্টোরিওভিচ। ২০০২ সালে তিনি ওমর বাকির মোহাম্মাদ প্রতিষ্ঠিত চরমপন্থী ইসলামি দল 'আল-মুহাজিরিন' নিয়ে এথেনোগ্রাফিক ফিল্ডওয়ার্ক পরিচালনা করেন। (ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃ. ১১০)

মুসলমানদের 'অন্য' (The Other) হিসেবে উপস্থাপন

Edward Said-এর 'Orientalism' তত্ত্ব অনুযায়ী, পশ্চিমা মিডিয়া মুসলিম বিশ্বকে 'The Other' বা 'অপর' হিসেবে উপস্থাপন করে — যা পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীত ও নিকৃষ্ট। CNN-এর তথ্যমতে শুধু ২০১৪-১৫ সালেই মার্কিন মুলুকে ইসলাম-বিদ্বেষী 'হেইট ক্রাইম' বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৭ শতাংশ। কানাডায় ৫৩ শতাংশ, লন্ডনে ৪০ শতাংশ। জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, চায়নাসহ ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশেও একই অবস্থা। রাকিব ও রিকব উল্লেখ করেছেন যে এই পরিসংখ্যানগুলো মিডিয়ার একপাক্ষিক উপস্থাপনার প্রত্যক্ষ ফল। (পৃ. ১৫০)

সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল ঘৃণার প্রসার

ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ইসলামোফোবিক বিষয়বস্তু অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2020)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ইন্টারনেটে ইসলামবিরোধী বিষয়বস্তু ৩০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। Southern Poverty Law Center (2021)-এর তথ্যমতে মুসলিমবিরোধী গ্রুপ ও ওয়েবসাইটের সংখ্যা ২০১৬ সালের ১,০০১ থেকে ২০২০ সালে ১,৫২২-এ দাঁড়িয়েছে।

COVID-19 মহামারীর সময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভুয়া খবর ছড়ানোর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাকিব ও রিকব বাংলাদেশ থেকে এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন: 'ভুয়া পোস্টিতে বলা হয়, এভাবে হাঁচি দিয়ে মুসলমানরা নাকি করোনা ছড়াচ্ছে। অথচ এটি আসলে একটা সুফি আচার, যেখানে তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা অভ্যাস করেন, সেটাই তারা করছিলেন।' (পৃ. ৮৫) এইসব ভুয়া ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ভারতে করোনা ছড়িয়ে পড়ার জন্য মুসলমানদেরই দায়ী — এমন একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

রাজনৈতিক ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা

পপুলিস্ট রাজনীতি ও মুসলিম বিদ্বেষ

কুন্দনানি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা ওয়ার অন টেররের শুরু থেকেই মানুষকে বহুসংস্কৃতিবাদ বর্জনের কথা বলে আসছিলেন। 'ষাটের দশক পরবর্তী সময়ে বহুসংস্কৃতিবাদকে বিভিন্ন লিবারেল মূল্যবোধের সমপর্যায়ে ধরা হেতো। যেমন, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, জাতিগত সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এসব মূল্যবোধের প্রতি যথাযোগ্য আনুগত্যের অনুপস্থিতিকে লিবারেলরা নামকরণ করে ইসলামিক চরমপন্থা।' (ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃ. ৯০)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'Muslim Travel Ban' (Executive Order 13769, জানুয়ারি ২০১৭) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামোফোবিয়াকে আনুষ্ঠানিক বৈধতা দেয়। এই আদেশে সাতটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। হাঙ্গেরির ভিক্টর অরবান, ফ্রান্সের ম্যারিন লো পেন, ইটালির জর্জিয়া মেলোনি — এরা সকলেই মুসলিমবিরোধী বক্তব্য দিয়ে ভোট পেয়েছেন।

রাকিব ও রিকব এ বিষয়ে মার্কিন মুসলিম বক্তা ও ইয়াকিন ইনস্টিটিউট ফর ইসলামি রিসার্চের প্রেসিডেন্ট ওমর সুলায়মানের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন: 'সশস্ত্র সদস্যরা মুখোশের আড়ালে শুয়োরের রক্তে তাদের বুলেট ডুবিয়ে দিচ্ছে। এটি এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা একদিন আমাদের সব মুসলমানদের গুলি করতে যাচ্ছে।' রাকিব ও রিকব লক্ষ্য করেছেন, শ্বেতাঙ্গ মিলিশিয়াদের হাতে হত্যার সংখ্যা ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (পৃ. ৭০)

'সন্ত্রাসবিরোধী' নীতির আড়ালে মুসলিম নজরদারি

কুন্দনানি তাঁর গবেষণায় ব্রিটেনের PREVENT প্রোগ্রাম ও চ্যানেল (Channel) প্রজেক্টের বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই 'counter-extremism' কর্মসূচিগুলো মূলত মুসলিমদের উপর নজরদারির হাতিয়ার:

'চ্যানেলের কার্যক্রম কেবল নাগরিকদের গোপনীয়তার লঙ্ঘনই নয়; বরং তাদের কার্যক্রমে বর্ণবাদী ছাপও সুস্পষ্ট। কারণ, তারা ধর্মীয় বিশ্বাস, মতাদর্শ এবং আচার-অনুষ্ঠানকে চরমপন্থার নির্দেশক বিবেচনা করে। তাদের ৯০ শতাংশ কার্যক্রমই মুসলমানদের কেন্দ্র করে আবর্তিত।' (পৃ. ১৫৫)

কুন্দনানি আরও বলেছেন যে 'রেডিকেলাইজেশন' ধারণাটির প্রয়োগ সমস্যাজনক:

'এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ইসলামিক রাজনীতি সন্দেহজনক এবং সর্বক্ষেত্রে তাকে ঝুঁকির কারণ হিসেবে পরিগণিত করতেই হবে। এরূপ করার কারণে মুসলিম যুবকরা সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং পশ্চিমা শক্তি যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, এটা তাদের মনে আরও বদ্ধমূল হবে।' (পৃ. ১৫৫)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে COINTELPRO-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে মুসলিম নাগরিক সমাজকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাকিব ও রিকব FBI-এর এই কার্যক্রমের উল্লেখ করেছেন যেটি গোপনে কৃষ্ণাঙ্গদের ইসলামি আন্দোলনকে অস্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়। (পৃ. ২০)

মুসলিম অভিবাসন ও 'শরণার্থী সংকট'কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার

রাকিব ও রিকব সিরিয়ান শরণার্থী সংকটের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন: 'সিরিয়ার যুদ্ধে এ পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষ নিহত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অনেকে এখনো একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছে। তাদের অনেকে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই মারা যাচ্ছে। তবু ইউরোপীয়রা সিরিয়ার যুদ্ধ অবসানে খুব সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছে। তাদের উদ্বেগ কেবল মুসলিম অভিবাসন নিয়ে।' (পৃ. ৮০)

তারা আরও উল্লেখ করেছেন: 'অবশ্যই মুসলমান অভিবাসন মিয়ানমার ও হাঙ্গেরির সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। আসল সমস্যা থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য মুসলমান অভিবাসনকে তাদের হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করেছে দুটি দেশ।' (পৃ. ৮০)

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভুল বোঝাবুঝি

'রেডিকেলাইজেশন' তত্ত্বের সমস্যা

কুন্দনানি 'রেডিকেলাইজেশন' ধারণাটির গভীর সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই ধারণাটি মুসলমানদের চরমপন্থায় যোগ দেওয়ার প্রকৃত কারণগুলো — পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতি, বৈষম্য, বঞ্চনা — এড়িয়ে শুধু 'ধর্মীয় প্রভাব'কে দোষ দেয়।

তিনি লিখেছেন: 'রেডিকেলাইজেশন গবেষকরা তাদের আর্গুমেন্ট অনুসারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ প্রস্তাব করে। ২০০৪ সালে অ্যামস্টারডামে ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গগ হত্যাকাণ্ড এবং সেভেন-সেভেন হামলার পর ইউরোপীয় দেশসমূহে সন্ত্রাসের ব্যাপারটি নতুনভাবে আলোচনায় আসে। কেননা সেই হামলায় স্বয়ং ইউরোপীয় (মুসলিম) নাগরিকরাই জড়িত ছিল।' (পৃ. ১০০)

কুন্দনানির মতে, মুসলিম তরুণরা চরমপন্থায় আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে রয়েছে: 'এই বিষয়টি মানসিক আঘাত বা চাপ (যেমন, পরিবারের কারও মৃত্যু), বৈষম্যের শিকার হওয়া, রাজনৈতিক দমন-নিপীড়ন, আত্মপরিচয়ের সংকট, সচেতনতা বৃদ্ধি বা কোনো কর্মীর প্রেরণার কারণেও হতে পারে।' (পৃ. ১১০)

ইসলামের প্রতি জ্ঞানের অভাব

Gallup-এর 'Who Speaks for Islam?' জরিপে (2007) দেখা গেছে, যে পশ্চিমা নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মুসলিমকে চেনেন তারা মুসলিমদের সম্পর্কে অনেক বেশি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। Pew Research Center (2019)-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, আমেরিকানদের মাত্র ৩৮% বলেছেন যে তারা

ব্যক্তিগতভাবে কোনো মুসলিমকে চেনেন। যাদের মুসলিম পরিচিতি নেই তাদের মধ্যে ইসলামোফোবিক মনোভাব প্রায় দ্বিগুণ।

রাকিব ও রিকব লিখেছেন: ইসলামবিরোধীদের পক্ষ থেকে এই মূর্খতাসূচক কথাকেও রিপিট করা হয় বারবার — ইসলামের কোনো সভ্যতাই নেই। যদি থেকেও থাকে তবে সেটা পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনায় সবদিক দিয়েই কম। (পৃ. ৮)

অর্থনৈতিক কারণ ও তেল-রাজনীতি

রাকিব ও রিকব ইসলামোফোবিয়ার অর্থনৈতিক মাত্রাটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন: 'ইসলামোফোবিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যতটা রাজনৈতিক, তারও চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক। তাদের চোখে এটা সম্পদ লুণ্ঠন ও অস্ত্র বাণিজ্যের সহজলভ্য হাতিয়ার মাত্র, কিন্তু এর ফলে প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে নতুন মাত্রায়, আর অকারণেই প্রাণ দিতে হচ্ছে শত-সহস্র নিরপরাধ মানুষকে।' (পৃ. ১৫০)

পৃথিবীর মোট খনিজ তেলের ৭৫ শতাংশ রিজার্ভ রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে, আর আমেরিকায় রিজার্ভ রয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। পেট্রো-ডলার অর্থনীতিতে তেল যার নিয়ন্ত্রণে, বিশ্ব তার নিয়ন্ত্রণে। ইসলামোফোবিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে তেল সম্পদ লুঠ করা হচ্ছে।

রাকিব ও রিকব আরও উল্লেখ করেছেন: 'ইসলামোফোবিয়ায় মার্কিন মুলুকে বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে জনমনে ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। নোম চমস্কির ভাষায় এটা হচ্ছে মেনোজাগতিক উপনিবেশ।' (পৃ. ১৫০)

অধ্যায় ৪: ইসলামোফোবিয়ার বৈশ্বিক প্রভাব ও পরিস্থিতি

ইউরোপে ইসলামোফোবিয়া

ফ্রান্স: ইসলামের সাথে দীর্ঘ সংঘাতের ইতিহাস

রাকিব ও রিকব তাদের গ্রন্থে 'ইসলাম ও ফ্রান্স: শার্লি এন্ডোর নেপথ্যে' শিরোনামে একটি বিস্তারিত অধ্যায় লিখেছেন। সেখানে মুজাহিদুল ইসলামের লেখায় উল্লেখ হয়েছে: 'ইসলাম ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম পরিচয়টি অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকে, বিশেষত ৭১৮ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ মুসলমানরা আন্দালুস জয় করার মাত্র কয়েক বছর পরই।' (পৃ. ৫০)

ফ্রান্সে ইউরোপের সবচেয়ে বড় মুসলিম সম্প্রদায় বাস করে — প্রায় ৫৭ লাখ বা মোট জনসংখ্যার ৮.৮% (Pew Research, 2017)। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে Charlie Hebdo-র কার্টুনিস্টদের উপর হামলা এবং নভেম্বরে প্যারিস আক্রমণ ফ্রান্সে ইসলামোফোবিয়াকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

Collective Against Islamophobia in France (CCIF)-এর তথ্য অনুযায়ী:

◆ ২০১৮ সালে ফ্রান্সে মুসলিমবিরোধী কর্মকাণ্ড ৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে

◆ মসজিদে হামলা, হুমকি ও ভাঙচুরের ঘটনা ২০১৯ সালে ১৮৫টি রেকর্ড হয়

◆ মুসলিম নারীরা সর্বাধিক বৈষম্যের শিকার — ৬৪% ঘটনায়

◆ স্কুলে হিজাব নিষেধ এবং বোরখা নিষেধ আইন (২০১১) কার্যকর

◆ ২০২১ সালের 'সেপারেটিজম বিল' মুসলিমদের মৌলিক অধিকার খর্ব করছে

ফ্রান্সের 'Laïcité' নীতি — যা মূলত চার্চের অতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হয়েছিল — আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামের দৃশ্যমান প্রতীকগুলো — হিজাব, নিকাব, হালাল খাবার — নিয়মতান্ত্রিক আক্রমণের শিকার।

যুক্তরাজ্য: মুসলিম কমিউনিটির বাস্তবতা

কুন্দনানি যুক্তরাজ্যের প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। তিনি ২০১৩ সালে লন্ডনের উলউইচের একটি ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন যেখানে একজন সেনাসদস্যকে রাস্তায় হত্যা করা হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন: 'এই সাধারণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াটি মিডিয়াতে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটি সম্ভবত এই পুরো ঘটনাবলি এবং তৎপরবর্তী জনসাধারণের আলোচনার সময়ে করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

মন্তব্য ছিল। কারণ, এটি বৈশ্বিক যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর দিকটিকে ইঙ্গিত করে।' (পৃ. ৪০)

Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attacks) সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী:

◆ ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিরোধী রেকর্ড সংখ্যক ৪,৬৭৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে

◆ অনলাইন হেট ক্রাইম ৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে

◆ মুসলিম নারীরা মোট ঘটনার ৫৫% ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু

◆ বরিস জনসনের 'letter boxes' মন্তব্যের পরদিনই মুসলিমবিরোধী ঘটনা ৩৭৫% বৃদ্ধি পায় (২০১৮)

◆ ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ মিলিশিয়া সংগঠন ARVIE (আরডব্লিউইএইচ) মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে

কুন্দনানি আরও উল্লেখ করেছেন যে যুক্তরাজ্যে শ্বেতাঙ্গ মিলিশিয়াদের সহিংসতার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। 'শ্বেতাঙ্গ মিলিশিয়াদের হাতে হত্যার সংখ্যা ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এন্টি ডিফ্যামেশন লীগ-এর একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য ওঠে এসেছে।' (পৃ. ৭০)

জার্মানি ও অন্যান্য দেশ

জার্মান BfV-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে জার্মানিতে ৯৫০টিরও বেশি মুসলিমবিরোধী অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে। ২০১৯ সালে Halle-তে এবং ২০২০ সালে Hanau-তে মুসলিমদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হন। AFD পার্টির উত্থান ও মুসলিমবিরোধী ঘটনার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। নেদারল্যান্ডসে Geert Wilders-এর 'ইসলাম নিষিদ্ধ করা'র দাবি, সুইজারল্যান্ডে মিনারেট নির্মাণ নিষেধাজ্ঞার গণভোট, ডেনমার্কে হিজাব নিষেধাজ্ঞা — ইউরোপজুড়ে ইসলামোফোবিয়া একটি রাজনৈতিক মূলধারায় পরিণত হয়েছে।

উত্তর আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া

যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্র থেকে সমাজ পর্যন্ত

কুন্দনানি যুক্তরাষ্ট্রে জামিল আল-আমিন-এর ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জামিল আমিন (পূর্ব নাম H. Rap Brown), যিনি ১৯৭১ সালে জেলে থাকাকালীন র‍্যাপ ব্রাউন সুন্নি ধারার ইসলামে দীক্ষিত হন, পরে জর্জিয়ার আটলান্টাতে স্থানীয় এলাকাকে মাদকমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তার পেছনে সবসময়

পুলিশের কড়া নজরদারি থাকত। অবশেষে জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টিতে একটি গোলাগুলির ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সেই কারাগারেই মার্কিন প্রশাসন আল-কায়দার ভয়ংকরতম সদস্য হিসেবে অভিযুক্তদের প্রেরণ করে থাকে। (পৃ. ২০)

FBI-এর Hate Crime Statistics অনুযায়ী:

◆ ২০০১ সালে মুসলিমবিরোধী ঘটনা ২৮ থেকে বেড়ে ৪৮১-এ দাঁড়ায় — এক বছরে ১৬০০% বৃদ্ধি

◆ ২০১৫ সালে San Bernardino ও Paris attacks-এর পর মুসলিমবিরোধী ঘটনা ৬৭% বৃদ্ধি পায়

◆ ২০১৬ সালে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সময় মুসলিমবিরোধী ঘটনা ৫৭% বৃদ্ধি পায়

◆ CAIR-এর ২০২৩ রিপোর্টে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে

◆ গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে ২০২৩-২৪ সালে ইসলামোফোবিক ঘটনা রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে

রাকিব ও রিকব আরও উল্লেখ করেছেন: 'এছাড়াও ইসলামোফোবিয়া ও ইসলামোফোবিয়ার মধ্যে যে অন্তচ্ছেদ রয়েছে তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা ফিনিক্স, আরিজোনার সশস্ত্র মসজিদ প্রতিরক্ষাকে ফিরে দেখতে পারি। মিলিশিয়া সদস্যরা মসজিদের বাইরে এআর-১৫ এবং অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।' (পৃ. ৭০)

এশিয়ায় ইসলামোফোবিয়ার ভয়াবহ রূপ

ভারতে রাষ্ট্রীয় মদদে মুসলিম নির্যাতন

ভারতে ২০ কোটিরও বেশি মুসলিম বাস করেন — বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। রাকিব ও রিকব ভারতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন: 'একটু পেছনে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাব, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ইসলামোফোবিয়ার ভাষা। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিকৃত তাফসির মোতাবেক, শতাধিক রোহিঙ্গা লাঠিসোটা, হাতেবোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেশ কয়েকটি পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে। এই সংঘাতে বারোজন বর্মি ঘটনাকে অজুহাত করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আরেক বিশ্লেষণী মতামতে রোহিঙ্গা প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বর্মি সরকারের জুলুমের সমর্থিত জাতিগত নিধনেরই সহায়ক হয়ে ওঠে।' (পৃ. ৮০)

ভারতে মুসলিম নির্যাতনের প্রধান তথ্য:

◆ ২০০২ সালে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এক আঘাতের শিকার হয় বহু বিশ্বাসের চরিত্র (পুলারিজম) — যে আঘাতে শত শত মুসলমান মারা গিয়েছিল (রাকিব, পৃ. ৮৫)

◆ India Spend-এর তথ্য: ২০১০-২০১৭ সালে গরুর মাংস সংক্রান্ত Hate Crime-এ নিহতদের ৮৬% মুসলিম

◆ ২০১৯ সালের CAA মুসলিমদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে

◆ ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গায় মুসলমানরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন

◆ হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোদি ব্র্যান্ড ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি করেছে (রাকিব, পৃ. ৮৫)

◆ USCIRF ২০২০ সাল থেকে ভারতকে 'Country of Particular Concern' তালিকায় রাখার সুপারিশ করছে

চীনে উইঘুর মুসলিমদের মানবতাবিরোধী নির্যাতন

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশন ২০২২ সালে রিপোর্ট দিয়েছে যে চীন উইঘুরদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। এটি ২১শ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মুসলিম নির্যাতনের উদাহরণ:

◆ ১০ থেকে ১৮ লাখ উইঘুরকে 'পুনশিক্ষা শিবির'-এ আটক রাখা হয়েছে

◆ মসজিদের গম্বুজ ও মিনার ধ্বংস করা হয়েছে

◆ নামাজ, রোজা, হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে

◆ জোরপূর্বক শ্রম, পরিবার বিচ্ছেদ ও বন্ধ্যাকরণ করা হচ্ছে

◆ অনেক পশ্চিমা সরকার ও সংসদ এটিকে 'গণহত্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেছে

◆ চীনের বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর সংঘটিত সহিংসতা ইসলামোফোবিয়ার সবচেয়ে মর্মান্তিক উদাহরণ। রাকিব ও রিকব বিস্তারিতভাবে এই সংকটের বিশ্লেষণ করেছেন। তারা দেখিয়েছেন কীভাবে রোহিঙ্গাদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিত্রিত করে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

তারা লিখেছেন: 'মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিকৃত তাফসির মোতাবেক, শতাধিক রোহিঙ্গা লাঠিসোটা, হাতেবোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেশ কয়েকটি পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে... কোনো সংবাদ বা বিশ্লেষণী মতামতে রোহিঙ্গা প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বর্মি সরকারের জুলুমের মধ্যে কোনো প্রকার কার্যকারণ সম্পর্ক দেখালে, তা প্রকারান্তরে বর্মি কর্তৃপক্ষ সমর্থিত জাতিগত নিধনেরই সহায়ক হয়ে ওঠে।' (পৃ. ৮০)

◆ ৭ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন

◆ জাতিসংঘ এটিকে 'ethnic cleansing'-এর লক্ষণ সম্পন্ন বলেছে

◆ হাজার হাজার রোহিঙ্গা হত্যা, গণধর্ষণ ও গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার শিকার

?◆ বর্তমানে ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রিত

ইসলামোফোবিয়ার সামাজিক ও মনোসামাজিক প্রভাব

ইসলামোফোবিয়া কেবল শারীরিক আক্রমণ বা আইনি বৈষম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — এর গভীর মনোসামাজিক প্রভাব বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে:

◆ বিষণ্নতা ও উদ্বেগ: ইসলামোফোবিক পরিবেশে বসবাসকারী মুসলিমরা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় বেশি ভোগেন

◆ পরিচয় সংকট: বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মুসলিমরা 'মুসলিম' পরিচয় বহন করতে ভয় পান

◆ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য: মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে বুলিং ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন

◆ পেশাদার জীবনে বাধা: মুসলিম নামধারীদের চাকরির আবেদনে সাফল্যের হার অমুসলিমদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম

◆ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: মুসলিমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হন

কুন্দনানি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে ইউরোপে দক্ষিণ এশীয় মুসলিমদের বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত তীব্র: 'সামর্থ্যবান শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা শহরতলিতে নিজেদের বাসস্থান তৈরি শুরু করে। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা তাদের বৈষম্যমূলক হাউজিং-নীতির মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয়দের আবাসভূমি দখল করে নেয়।' (পৃ. ৫৫)

অধ্যায় ৫: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামোফোবিয়া

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯১% মুসলমান — প্রায় ১৫ কোটি মানুষ। বাংলাদেশের সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামের শিকড় অত্যন্ত গভীর। সুফি সাধকদের মাধ্যমে ইসলাম এই অঞ্চলে এসেছিল শান্তি ও মানবতার বার্তা নিয়ে। বাংলাদেশের ইসলামী ঐতিহ্য মূলত উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সহিষ্ণু। মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন — এটাই বাংলাদেশের সত্যিকারের পরিচয়।

তবে রাকিব ও রিকব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে এই উদার ঐতিহ্য আজ হুমকির মুখে: 'ইসলামোফোবিক এই মহামারীতত্ত্ব ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম থেকে প্রাচ্যে; এমনকি বাংলাদেশেও এ তত্ত্বের আমদানি করা হচ্ছে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে।' (পৃ. ৬)

বাংলাদেশে ডিজিটাল ইসলামোফোবিয়া: বিস্তারিত বিশ্লেষণ

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রণ

রাকিব ও রিকব বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়া-ভিত্তিক ইসলামোফোবিয়ার বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তারা চারটি মূল ধরনে এই সমস্যাকে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন:

প্রথমত, মুসলিম নেতাদের সন্ত্রাসী হিসেবে ট্যাগ করা: 'ডাকসু মিমস' পেইজে মুফতি কাজি ইবরাহিমকে উগ্রবাদী ট্যাগ দিয়ে এবং কোটা আন্দোলনের রাশেদ খানকে সীমিত পরিসরে উগ্রবাদী মুফতি ইবরাহিম ট্যাগ দিয়ে একটি মিমস শেয়ার করা হয়। দ্বিতীয়ত, ইসলামি ব্যক্তিত্বকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন: 'কারী সাহেব ৪.০' পেইজে সদ্যপ্রয়াত মাওলানা যুবায়ের আহমাদ আনসারীকে নিয়েও মিমস শেয়ার করা হয়। অপারেশনের কারণে তার মুখে তৈরী বক্রতাকে তুলনা করা হয় মালালা ইউসুফ জাইয়ের মুখ ভেঞ্চির সাথে। পাশাপাশি এখানেও অশ্লীল ইঙ্গিত দেওয়া হয়।' (পৃ. ১০০)

তৃতীয়ত, মুসলিমদের সামগ্রিকভাবে সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন: 'কারী সাহেব ৪.০' পেইজে একটি মিমস শেয়ার করা হয়েছে। তাতে প্রবলেম হিসেবে দেখানো হয়েছে পাঁচটি জিনিস: নাস্তিক, মুক্তমানা, বিজ্ঞান, সমকামী, লিঙ্গসমতায় বিশ্বাসী। সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখানো হয়েছে একটি ছবি — মেয়েটির মাথায় টুপি, হাতে দেশীয় অস্ত্র, মুখে রক্ত।
চতুর্থত, ইসলামের বিভিন্ন বিধান ও স্থান নিয়ে ঠাট্টা: 'ডাকসু মিমস' পেইজ থেকে 'ক্যাম্পাসে মেট্রোর স্টেশন চাই না' আন্দোলন নিয়ে একটা মিম শেয়ার করা হয়েছিল। সেখানে ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়।

মুসলিম-বিরোধী মিথ্যা তথ্য প্রচার

রাকিব ও রিকব কোভিড মহামারীর সময় বাংলাদেশে মুসলিমবিরোধী মিথ্যা তথ্য প্রচারের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে কি-না, তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই ওই ঘটনার পর মুসলমানদের লক্ষ্য করে নানা ভুয়া খবর ছড়ানো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে।
ভুয়া খবর যাচাই করে দেখে একটি ওয়েবসাইট 'অল্টনিউজের' সম্পাদক প্রতীক সিনহা BBC-কে বলেন: 'নিজামুদ্দিনের ঘটনার পর থেকে এ রকম অনেক ভিডিও আর পোস্ট ভাইরাল হয়েছে, যেগুলার টার্গেট মুসলমানরা। আমরা একটা ভুয়া ভিডিও খুঁজে পেয়েছি, যেখানে একদল মুসলমানকে থালা-বাটি চাটতে দেখা যাচ্ছে। বলা হয়েছে, এভাবেই মুসলমানরা করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা যাচাই করে দেখি যে ওটি আসলে মুসলমানদের একটি রীতি, খাওয়ার পরে যাতে থালায় একটিও খাদ্যকণা অবশিষ্ট না থাকে সেজন্য তারা চেটে পরিষ্কার করে দেন।' (পৃ. ৮৫)

হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রচারণার প্রভাব

রাকিব ও রিকব উল্লেখ করেছেন যে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর মুসলিমবিরোধী প্রচারণা বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রবেশ করছে। 'কটর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বাংলাদেশ' পেইজে ভারতভাগের জন্য মুসলিমদের দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুসলিমরা দেশভক্ত হলে পাকিস্তান হতো না, বাংলাদেশ হতো না। শুধু মুসলিম নয়, প্রাকারান্তরে এখানে বাংলাদেশের জন্মকেই অপরাধ হিসেবে দেখা হয়েছে। (পৃ. ১০০)

প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমদের অভিজ্ঞতা

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি মুসলিম

যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষ বাস করেন, যাদের বড় অংশই মুসলমান। UK Office for National Statistics (ONS)-এর তথ্য অনুযায়ী:

◆ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুরুষদের বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের ৩ গুণ

◆ বাংলাদেশি পরিবারগুলো জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যের শিকার

◆ টাওয়ার হ্যামলেটস ও Luton-এ মুসলিমবিরোধী ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে

◆ মুসলিম নারীরা পর্দা করার কারণে রাস্তায় ও পরিবহনে প্রায়ই হয়রানির শিকার হচ্ছেন

◆ ইমাম ও মসজিদ কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছেন

কুন্দনানি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের মুসলিম কমিউনিটি সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে জীবনযাপন করে। PREVENT প্রোগ্রামের আওতায় স্কুল শিক্ষকরা মুসলিম ছাত্রদের 'চরমপন্থার লক্ষণ' খোঁজার জন্য প্রশিক্ষিত হচ্ছেন — যা কমিউনিটির মধ্যে গভীর অবিশ্বাস তৈরি করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিক

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় স্তম্ভ হলো প্রবাসী আয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রায় ২১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পেয়েছে (Bangladesh Bank, 2024)। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রায় ৫০ লাখ বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। যদিও সৌদি আরব, UAE, কাতার, কুয়েত, ওমান ও বাহরাইন মুসলিম দেশ, তবুও সেখানে বাংলাদেশি শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শ্রম শোষণের শিকার হচ্ছেন। 'কফালা' সিস্টেম শ্রমিকদের নিয়োগকর্তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে বেঁধে রাখে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়া চাকরি পরিবর্তন বা দেশে ফিরে আসতে পারেন না।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট ও তার প্রভাব

বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন, যাদের বেশিরভাগ কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে থাকছেন। মিয়ানমারে মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর ইসলামোফোবিয়া-প্রণোদিত নির্যাতনের ভার বহন করছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের উপর রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব:

◆ বার্ষিক প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় (UNHCR, 2023)

◆ কক্সবাজারের পরিবেশগত ক্ষতি — বন উজাড়, মৃত্তিকাক্ষয় ও জীববৈচিত্র্য বিনাশ

◆ স্থানীয় সম্পদের উপর চাপ — জমি, পানি, কর্মসংস্থান

◆ মাদক পাচার ও নিরাপত্তা সংকটের বৃদ্ধি

◆ রোহিঙ্গাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও ট্রমা

◆ মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক টানাপোড়েন

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক

বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৫%। সাধারণভাবে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ইতিহাস দীর্ঘ ও গৌরবময়। তবে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাও সংঘটিত হয়েছে। ২০২১ সালের অক্টোবরে কুমিল্লায় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী হিন্দু মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলা হয়। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে।

এটি স্পষ্ট করে দেয় যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ মূলত উদার, এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সাধারণত রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আন্তর্জাতিক মিডিয়া যেভাবে বাংলাদেশকে কট্টরপন্থার ঘাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে, তা অতিরঞ্জিত ও ইসলামোফোবিক মানসিকতার প্রতিফলন।

অধ্যায় ৬: কুরআনুল কারিমের আলোকে ইসলামোফোবিয়ার জবাব ও প্রতিকার

কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামোফোবিয়া

ইসলামোফোবিয়া যে মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, কুরআনুল কারিম তার সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রামাণিক জবাব দেয়। কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক দলিল যা সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি, ন্যায় ও মর্যাদার বার্তা বহন করে।

আয়াত ১: ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে।' (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)

ইসলামোফোবিয়ার একটি মূল অভিযোগ হলো ইসলাম জোরপূর্বক ছড়িয়ে পড়েছে। এই আয়াত সেই অভিযোগের সরাসরি ও স্পষ্ট খণ্ডন। কুরআন ১৪০০ বছর আগেই ঘোষণা করেছে যে ধর্মগ্রহণে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলাম সর্বদা বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায়।

আয়াত ২: মানবজাতির ঐক্য ও বৈচিত্র্য

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।' (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

এই আয়াতটি বর্ণবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষ — সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইসলামের সুস্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করে। সকল মানুষ একই পিতামাতা থেকে সৃষ্ট — এই ঘোষণা বর্ণবাদী ও জাতিবাদী ইসলামোফোবিয়ার মূলে আঘাত করে। জাতি, বর্ণ ও ধর্মের পার্থক্য পরিচয়ের জন্য — শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি নয়।

আয়াত ৩: হত্যা সমগ্র মানবতার হত্যা

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

'যে ব্যক্তি কোনো হত্যার বদলে বা পৃথিবীতে ফাসাদ ঘটানো ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করে। আর যে কাউকে বাঁচায় সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচায়।' (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩২)

এই আয়াতটি ইসলামোফোবিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ — 'ইসলাম সন্ত্রাসকে সমর্থন করে' — এর সরাসরি ও চূড়ান্ত খণ্ডন। কুরআন একজন নিরপরাধকে হত্যাকে সমগ্র মানবজাতির হত্যার সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছে। এর চেয়ে শক্তিশালী মানবিক ঘোষণা কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আয়াত ৪: ন্যায়বিচার — এমনকি শত্রুর প্রতিও

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায় করতে না প্ররোচিত করে। ন্যায়বিচার করো — এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।' (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮)

ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে এমনভাবে যেন শত্রুপক্ষের প্রতিও ন্যায় বিচার করতে হয়। এটি ইসলামের উদারতার প্রমাণ। ইসলামোফোবিয়া যে অন্যায়, এটি এই আয়াতের আলোকে প্রমাণিত।

আয়াত ৫: অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।' (সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮)

এই আয়াতটি ইসলামের অমুসলিমদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দেয়। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নয়, তাদের সাথে সৎ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা ইসলামের মৌলিক নির্দেশ। ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধর্ম।

আয়াত ৬: ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহাবস্থান

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।' (সূরা আল-কাফিরুন, ১০৯:৬)

এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর আয়াতটি ধর্মীয় বহুত্বকে স্বীকার করে এবং অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করে। ইসলামোফোবিয়ার বিপরীতে ইসলাম ধর্মীয় পরিচয়ের ভিন্নতাকে সম্মান করে।

আয়াত ৭: জ্ঞানের গুরুত্ব

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?' (সূরা আয-যুমার, ৩৯:৯)

ইসলামোফোবিয়ার অন্যতম কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। কুরআন জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছে এবং জ্ঞানীদের মর্যাদা দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ।' ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের বিস্তারই ইসলামোফোবিয়ার সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষেধক।

আয়াত ৮: সত্যের চূড়ান্ত বিজয়

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, ফলে সত্য তার মস্তক চূর্ণ করে দেয় এবং তখনই মিথ্যা বিনষ্ট হয়।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১৮)

ইসলামোফোবিয়া মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আয়াত আমাদের আশার সন্ধান দেয়। সত্য সর্বদা বিজয়ী হয় — এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামোফোবিয়া প্রতিকারের কার্যকর উপায়

শিক্ষা ও সচেতনতা

ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হলো সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতা। Gallup জরিপে প্রমাণিত, যারা ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম পরিচিত তাদের মধ্যে ইসলামোফোবিক মনোভাব অনেক কম। তাই:

◆ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের পাঠ্যক্রমে ইসলামের সঠিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি

◆ রাকিব-রিকব ও কুন্দনানির মতো গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও পাঠ

◆ মুসলিম পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ

◆ ইসলামের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবদান তুলে ধরা

রাকিব ও রিকব এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন: 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া বাংলাভাষায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। বইটিতে দেশ-বিদেশের গবেষকদের অনুসন্ধানী কলমে উঠে এসেছে পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অনৈতিক প্রচারণার স্বরূপ।' (পৃ. ৬)

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

ইসলামোফোবিয়া দূর করতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অপরিহার্য। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন হলে পূর্বধারণা ও কুসংস্কার স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। জাতিসংঘের 'Alliance of Civilizations' উদ্যোগ এই দিকে কাজ করছে। বাংলাদেশে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে — এটিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

মিডিয়া সংস্কার

মিডিয়াতে মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। কুন্দনানি বলেছেন যে মুসলমানদের সমস্যার মূল কারণগুলো — পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতি, বৈষম্য, বঞ্চনা — মিডিয়ায় সঠিকভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। আল-জাজিরা, TRT World-এর মতো মিডিয়া বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে ইসলামোফোবিক হেট স্পিচের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে হবে। বাংলাদেশে এই ধরনের প্রচারণার বিরুদ্ধে সাইবার আইনের কার্যকর প্রয়োগ প্রয়োজন।

আইনি ও নীতিগত সংস্কার

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০২২ সালে ১৫ মার্চকে 'International Day to Combat Islamophobia' ঘোষণা করেছে। এটি বৈশ্বিক পর্যায়ে ইসলামোফোবিয়াকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতির মাইলফলক। বিভিন্ন দেশে Islamophobia-বিরোধী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

কুন্দনানি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন: 'রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আইডিওলজিক্যাল ম্যানিপুলেশনের চেষ্টা না করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলেই বরং রাজনৈতিক সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। বাস্তবে ইংল্যান্ডের মতো একটি দেশ, যেটি পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে সকলের কাছে অপছন্দের, তাতে যদি স্বাধীন

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ না থাকে, তখন সমস্যাগুলো পর্যালোচনার বাইরে থেকে যাবে।' (পৃ. ১৫৫)

মুসলিম সমাজের আত্মসংস্কার

ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের জন্য মুসলিম সমাজের নিজস্ব সংস্কারও জরুরি:

◆ চরমপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধে মুসলিম পণ্ডিতদের সক্রিয় অবস্থান

◆ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

◆ ইসলামের মানবিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবদান বিশ্বের কাছে উপস্থাপন

◆ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান মেনে চলা

◆ নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা

রাকিব ও রিকব এই বিষয়ে বলেছেন: 'পৃথিবীতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে কার্যত এমন আচরণই করা হচ্ছে।' (পৃ. ৮) এই বাস্তবতা পরিবর্তনে মুসলিম বিশ্বের নিজেদেরও ভূমিকা রয়েছে।

অধ্যায় ৭: উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণার সামগ্রিক নির্যাস

এই থিসিসে ইসলামোফোবিয়ার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ — রিকব মুহাম্মদ ও হাবিবুর রহমান রাকিবের 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া' এবং অরুণ কুন্দনানির 'ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' — এর আলোকে এবং কুরআনুল কারিমের বাণীর ভিত্তিতে ইসলামোফোবিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলামোফোবিয়া কোনো স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনা নয়। রাকিব ও রিকবের ভাষায়: 'ইসলামোফোবিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যতটা রাজনৈতিক, তারও চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক। তাদের চোখে এটা সম্পদ লুণ্ঠন ও অস্ত্র বাণিজ্যের সহজলভ্য হাতিয়ার মাত্র, কিন্তু এর ফলে প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে নতুন মাত্রায়, আর অকারণেই প্রাণ দিতে হচ্ছে শত-সহস্র নিরপরাধ মানুষকে।' (পৃ. ১৫০)

কুন্দনানির সারবক্তব্য হলো: পশ্চিমা 'সন্ত্রাসবিরোধী' নীতি আসলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক একটি রাষ্ট্রীয় প্রকল্প, যা সন্ত্রাসবাদ কমানোর বদলে বরং বাড়িয়ে দিচ্ছে। যে পরিস্থিতিগুলো উগ্র ইসলামপন্থায় উদ্বুদ্ধ করে সেগুলোকে যতদিন পর্যন্ত বিবেচনায় আনা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এটা অনিবার্য যে, ইসলামি মৌলবাদীদের সর্বদাই 'কোনো কারণ ছাড়াই সন্ত্রাসী' হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

কুরআনুল কারিম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে: ধর্মে জবরদস্তি নেই, মানুষে মানুষে সাম্য আছে, নিরপরাধকে হত্যা সমগ্র মানবতার হত্যা। ইসলামোফোবিয়া এই মানবিক সত্যগুলোর বিরুদ্ধে এক অন্ধকার প্রচারণা।

গবেষণার মূল উপলব্ধি

১. ইসলামোফোবিয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যার শিকড় ক্রুসেড ও ঔপনিবেশিক যুগে প্রোথিত

২. ৯/১১-এর পর এটি রাষ্ট্রীয় নীতি, মিডিয়ার হাতিয়ার ও বহু মিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে

৩. বিশ্বব্যাপী ১৯০ কোটি মুসলিমের মানবাধিকার ও মর্যাদা আজ গভীর হুমকির মুখে

৪. উইঘুর, রোহিঙ্গা, ভারতীয় ও ইউরোপীয় মুসলিমরা বিভিন্ন মাত্রায় এই নির্যাতনের শিকার

৫. বাংলাদেশেও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা ইসলামোফোবিয়া আমদানি হচ্ছে

৬. কুরআনুল কারিম ইসলামোফোবিয়ার সকল মিথ্যা অভিযোগের সুস্পষ্ট ও প্রামাণিক জবাব দেয়

৭. শিক্ষা, সংলাপ, মিডিয়া সংস্কার ও আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলা সম্ভব

সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি:

১. সাইবার নিরাপত্তা আইনের আওতায় ইসলামোফোবিক কন্টেন্টের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া

২. রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখা ও OIC-এর সাথে সমন্বিত কূটনীতি

৩. প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমদের বৈষম্যের বিষয়ে দূতাবাসগুলোকে আরও সক্রিয় করা

৪. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন

৫. জাতিসংঘের 'International Day to Combat Islamophobia' যথাযথভাবে পালন করা

নাগরিক সমাজ ও মিডিয়ার প্রতি:

১. ইসলামোফোবিক প্রচারণা মনিটর করতে বিশেষ ওয়াচডগ সংস্থা গঠন

২. মুসলিম লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা

৩. স্কুল-কলেজে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা

৪. রাকিব-রিকব ও কুন্দনানির মতো গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি:

১. উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ

২. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ

৩. ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক নজরদারি

৪. Islamophobia-বিরোধী আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো তৈরির উদ্যোগ

৫. পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমবিরোধী Hate Crime-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা

পরিশেষে: আশার আলো

ইসলামোফোবিয়ার অন্ধকার চিত্রের মাঝেও আশার আলো রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অমুসলিম মানুষেরাও ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডার্ন ক্রাইস্টচার্চ হামলার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়ে হিজাব পরে বিশ্বের কাছে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

রাকিব ও রিকব যেমন বলেছেন, মুসলমানদের প্রতি মানবিক আচরণ শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, এটা সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয়। 'একটা কথা মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করলেই ইউরোপ বা এশিয়ার সমস্যার সমাধান হবে না।' (পৃ. ৮০)

কুরআনের বাণী আমাদের আশার সন্ধান দেয়: 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, ফলে সত্য তার মস্তক চূর্ণ করে দেয়।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১৮) ইসলামোফোবিয়া মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত — তাই শেষ পর্যন্ত সত্যই জয়ী হবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই একটি ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

ক. বাংলা গ্রন্থ

রিকব মুহাম্মদ ও হাবিবুর রহমান রাকিব। (২০২২)। বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া। ঢাকা: ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স। (প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২, ISBN: 978-984-96875-0-4)।

কুন্দনানি, অরুণ। (২০২২)। ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড (বাংলা অনুবাদ)। অনুবাদ: আবু বকর সিদ্দিক বিন মুসা। ঢাকা।

খ. ইংরেজি গ্রন্থ

Esposito, J. L. (2011). The Future of Islam. Oxford: Oxford University Press.

Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2007). Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. New York: Gallup Press.

Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
Said, E. W. (1997). Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. New York: Vintage Books.
Shaheen, J. G. (2001). Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. New York: Olive Branch Press.
Armstrong, K. (2001). Islam: A Short History. New York: Modern Library.
Kundnani, A. (2014). The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror. London: Verso Books.
Runnymede Trust. (1997). Islamophobia: A Challenge for Us All. London: Runnymede Trust.
Quellien, A. (1910). The Muslim Policy in West Africa. Paris: [Colonial Publications].

গ. প্রতিষ্ঠানিক রিপোর্ট ও সরকারি তথ্য

Pew Research Center. (2023). The World's Muslims: Religion, Politics and Society. Washington D.C.: Pew Research Center.
Pew Research Center. (2019). Americans Have Positive Views About Religion's Role in Society. Washington D.C.
Pew Research Center. (2017). Europe's Growing Muslim Population. Washington D.C.
FBI. (2001–2023). Hate Crime Statistics Annual Reports. U.S. Department of Justice, Washington D.C.
CAIR. (2023). Islamophobia Report 2023: Still Feared, Loathed and Misunderstood. Council on American-Islamic Relations, Washington D.C.
Tell MAMA. (2022–2023). Annual Report on Anti-Muslim Hate in the United Kingdom. London: Tell MAMA.

CCIF. (2018–2019). Annual Report: Islamophobia in France. Paris: Collective Against Islamophobia in France.

UN General Assembly. (2021). Combating Islamophobia: Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. A/HRC/46/30. Geneva: United Nations.

UN General Assembly. (2022). Resolution 76/254: International Day to Combat Islamophobia. Geneva: United Nations.

OHCHR. (2022). OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China. Geneva: UN Human Rights.

UNHCR. (2023). Rohingya Refugee Crisis: Situation Overview. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.

CSIS. (2020). The Escalating Terrorism Problem in the United States. Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies.

Southern Poverty Law Center. (2021). Hate Map 2020. Montgomery, Alabama: SPLC.

Media Tenor International. (2012). Media Coverage of Islam-Related Issues in Western Countries. Zurich: Media Tenor.

BfV. (2021). Annual Report on the Protection of the Constitution. Cologne: German Federal Office for the Protection of the Constitution.

CATO Institute. (2016). Terrorism and Immigration: A Risk Analysis (Policy Analysis No. 798). Washington D.C.

Bangladesh Bank. (2024). Wage Earners' Remittance Inflows: 2023-24. Dhaka: Bangladesh Bank.

ONS. (2023). Ethnic Group, National Identity, and Religion: Census 2021. Newport: Office for National Statistics, United Kingdom.

India Spend. (2017). Beef-Related Violence Database 2010–2017. Mumbai: India Spend.

Human Rights Watch. (2020). Shoot the Traitors: Discrimination Against Muslims Under India's New Citizenship Policy. New York: HRW.

Amnesty International. (2022). India 2021/2022 Annual Report: Situation of Muslims. London: Amnesty International.

USCIRF. (2021–2022). Annual Report. Washington D.C.: United States Commission on International Religious Freedom.

Center for American Progress. (2015). Fear, Inc.: The Roots of the Islamophobia Network in America. Washington D.C.

Anti-Defamation League. (2018). Murder and Extremism in the United States. New York: ADL.

ঘ. কুরআনুল কারিম থেকে উদ্ধৃত আয়াত

সূরা আল-বাকারা (২), আয়াত ২৫৬ — ধর্মে জবরদস্তি নেই।

সূরা আল-মায়িদা (৫), আয়াত ৮ — ন্যায়বিচারের নির্দেশ।

সূরা আল-মায়িদা (৫), আয়াত ৩২ — একটি নিরপরাধকে হত্যা সমগ্র মানবজাতির হত্যা সমতুল্য।

সূরা আল-হুজুরাত (৪৯), আয়াত ১৩ — মানবজাতির ঐক্য ও বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি।

সূরা আল-মুমতাহিনা (৬০), আয়াত ৮ — অমুসলিমদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের নির্দেশ।

সূরা আল-কাফিরুন (১০৯), আয়াত ৬ — ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহাবস্থান।

সূরা আয-যুমার (৩৯), আয়াত ৯ — জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্ব।

সূরা আল-আম্বিয়া (২১), আয়াত ১৮ — সত্যের উপর মিথ্যার পরাজয়।